গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Email: dg@dnc.gov.bd, website: www.dnc.gov.bd

নং-৫৮.০২.০০০০.০০৬.১৮.০৪৪.১৯. ৪৪৭২

তারিখ: ১৫ আশ্বিন, ১৪২৬ / ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

বিষয় : উত্তম চর্চা (Best practices) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম ৫.১ অনুযায়ী উত্তম চর্চার (Best practices) তালিকা প্রণয়ন করে ৩০সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। সে অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুসৃত উত্তম চর্চা (Best practices) বিষয়ক প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে-০২ (দুই) পাতা।

৩০/৯/২০১৯
(মো: আজিজুল ইসলাম)
পরিচালক (প্রশাসন)
মহাপরিচালকের পক্ষে

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
দৃ: আ: সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১ শাখা)।

অনুলিপি :
১. অতিরিক্ত সচিব (মাদক অনুবিভাগ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক মহোদয় এঁর ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. অতি: মহাপরিচালক মহোদয় এঁর ব্যক্তিগত সহকারী (অতি: মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. অফিস কপি।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুসৃত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উত্তম চর্চাসমূহ (Best practices)

ক্রমিক নম্বর	উত্তম চর্চাসমূহ (Best Practices)
০১.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী প্রচারণায় সৃজনশীল ও ডিজিটাল প্রচারণা যুক্ত হয়েছে :
	(ক) কিয়স্ক (KIOSK): মাদকবিরোধী প্রচারণায় নতুন সংযোজন কিয়স্ক ডিসপ্লে ডিভাইস যা একটি এলইডি ডিসপ্লে যন্ত্রাংশ। গত ১৫মে ২০১৯ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি দেশব্যাপি কিয়স্ক এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্রচারণা শুভ উদ্বোধন করেন।
	(খ) LED Bill Board: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে(২২x১০বর্গফুট আকারের) ০৫টি "P3 Full Colour Outdoor LED Display Billboard"সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মাদকবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম ও খন্ড নাটিকা এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি প্রচার করা হবে।
	(গ) ফেস্টুন : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের ভয়াবহতা রোধে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে **''মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব'' সম্বলিত** ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)টি ফেস্টুন এবং ২৬,৫০০টি PVC Ambushed poster বিতরণ করা হয়।
	(ঘ) Lenticular flipping ruler: মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত মাদকবিরোধী স্লোগানসহ আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন ২,৩০,০০০টি Lenticular flipping ruler বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত মাদকবিরোধী সমাবেশ এবং সভায় শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।
	(ঙ) মাদকবিরোধী সমাবেশ: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন এবং সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭ সাল থেকে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলায় মাদকবিরোধী সমাবেশ করে আসছে।
	(চ)ফেইসবুক ভিত্তিক প্রচার: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক সংক্রান্ত অপরাধ ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেইসবুক পেইজ এবং ফেইসবুক লাইভ এ প্রতিদিন আপলোড করা হয়েছে।
	(ছ) টিভিসি ভিত্তিক প্রচার: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ০৭টি মাদকবিরোধী টিভিসি ও ০১টি মাদকবিরোধী থিম সং তৈরি করে প্রচার করা হচ্ছে।
	(জ) মাদকের বিশেষ করে ইয়াবার ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে তরুন,যুব ও ছাত্র সমাজকে দূরে রাখতে ৩০,৩৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনপূর্বক কমিটিগুলোকে সক্রিয় করা হয়েছে।
০২	**বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট প্রকাশ:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর দেশে মাদকের সার্বিক পরিস্থিতির উপর তথ্য সম্বলিত বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে।
০৩	**গবেষণা কার্যক্রম:** দেশকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
০৪	**কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন:** দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত কিংবা মাদকসেবী। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত কারাবন্দিদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম চলছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ১৯৪টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৫	শ্রেষ্ঠ কর্মী নির্বাচন: অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য যথাযথ যাচাই-বাছাই করে শ্রেষ্ঠ কর্মী নির্বাচন করা হচ্ছে।
০৬	মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতি মাসেই সপ্তাহব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। আবার কোন মাসে পক্ষকাল ব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।
০৭	দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাসী করা হচ্ছে।

০৮	**মাদকাসক্তি নিরাময়ে ইকো প্রশিক্ষণ:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এডিকশন প্রফেশনাল যারা বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত তাদের জন্য ইকো প্রশিক্ষণ চালু করেছে। পাশাপাশি নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাদকাসক্তি নিরাময় চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান দেওয়ার জন্য এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। Colombo Plan International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলর এরুপ ১৪ জন ব্যক্তিকে ৯ টি কারিকুলামের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাষ্টার ট্রেইনারগণ মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিতদের ইকো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট-৪৪০ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
০৯	**সরকারি নিরাময় কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি:** ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ১০০ হতে ১২৪ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছ। পাশাপাশি খুলনা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী ৩টি আঞ্চলিক নিরাময় কেন্দ্রকে ৫ থেকে ২৫ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ফলে সরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবার পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০	**বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র মনিটরি:** মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের জন্য বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলো নিয়মিত মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করছেন এবং সেবা প্রদানের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করা হচ্ছে।
১১	**ওএসটি থেরাপী:** ওএসটি প্রোগ্রাম বাংলাদেশে ৮টিওএসটি কেন্দ্রে কার্যক্রম চলছে এবং এর অধীনে ওএসটি কেন্দ্রগুলো ৯৫০ জন লোককে সেবা প্রদান করছে যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক সেবন করে।
১২	**বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লক্ষ মাদকাসক্ত রোগী রয়েছে। সরকারিপর্যায়ে তাদের চিকিৎসার সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। এ জন্য সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে এ পর্যন্ত মোট-৩১৪ টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। যার মোট বেড সংখ্যা-৩,৯৬৫টি। এর ফলে মাদকাসক্ত রোগীরা সহজেই চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে এবং সেবা প্রদানের ব্যাপ্তি অনেক গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৩	**বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক/প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে মনিটরিং:** অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক/প্রতিনিধিদের নিয়মিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বেসরকারী মালিক ও সরকারী প্রতিনিধিদের সমন্বয় বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর ফলে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূর করা হচ্ছে। ফলে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবার পরিধি ও মান উন্নয়ন হচ্ছে।
১৪	**সার্বজনীন ডায়েট চার্ট প্রস্তুত ও সরবরাহ:** বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্রসমূহে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত সার্বজনীন ডায়েট চার্ট প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়েছে। মাদকাসক্ত রোগীদের সুচিকিৎসার স্বার্থে সকল বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্রসমূহে তা অনুসরণ করা হচ্ছে।
১৫	**ডোপ টেস্ট:** মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ তে ডোপ টেস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন হচ্ছে।
১৬	ডি.ডি লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়া ধাপ কমিয়ে সহজীকরণ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ মামুন
উপপরিচালক (প্রশাসন)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা